নাটকং

নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর

ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং।

ঢাকা

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক

বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন।

ভূমিকা।

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজজাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথপ্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভ-পরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন একথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকা দানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ টারপিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদক দ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনইত আনন্দ জন্মিতে পারেনা, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি

আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি ! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে ঘৃণাস্পদ জুডাস, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজসুকে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল ; সম্পাদক যুগল সহস্র মুদ্রা লাভাকারবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু “ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ ,, প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সবিজ্ঞ সাহসী উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভনর্ জেনরল্ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যান্ট মহামতি লেফটেনেন্ট গভরনর্ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন্ হারসেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্যপরিচারকগণ শতদলরূপে সিবিল্ সরভিসসরোবরে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সবিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গোলোকচন্দ্র বসু।	
নবীনমাধব বিন্দুমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়।
সাধুচরণ।	প্রতিবাসী রাইয়ত।
রাইচরণ।	সাধুর ভ্রাতা।
গোপীনাথ দাস।	দেওয়ান।
আই, আই, উড। পি, পি, রোগ।	নীলকর।
আমিন।	
খালাসী।	
তাইদ্‌গীর।	

মাজিষ্ট্রেট, আম্‌লা, মোক্তার, ডেপুটি ইনেস্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ চারিজনশিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

কামিনীগণ।

সাবিত্রী।	গোলোকের স্ত্রী।
সৈরিন্ধ্রী।	নবীনের স্ত্রী।
সরলতা।	বিন্দুমাধবের স্ত্রী।
রেবতী।	সাধুচরণের স্ত্রী।
ক্ষেত্রমণি।	সাধুর কন্যা।
আদুরী।	গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী।
পদী ময়রাণী।	

নীল-দর্পণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর গোলোক চন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক।

(গোলকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন।)

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি করো্য গিয়াছেন তাহাতে কখন পরের চাকরী স্বীকার করিতে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, খেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেইবা সহজে পারে?

সাধু। এখনতো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করো্য তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায়না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দুবেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১৬ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০

আসধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে। গোয়াল খান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল, সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভূঁয়ে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটাই মেরেছিল; উহাদের খালাশ কর্যো আস্তে কত্ত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ ছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আস্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ওগাঁয় আর বসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুই খান লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমী কয় খানায় নীল না বুনি, তবে নবীন মাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিনে সাহেব বল্লে "যদি তুমি আমিন খালাসির কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ি উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব,, তাহাতে বড়বাবু কহিলেন "আমার গতসনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এবৎসর এক বিঘাও নীল করিবনা, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ি কি ছার,,।

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্তো! তাই যদি নীলের দাম [illegible] দেয়া তব অনেক কষ্ট নিবারণ হয়॥

(নবীন মাধবের প্রবেশ)

কি বাবা, কি করো এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করো কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুইসনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলো অন্য ফসলে হাত দিতে হবেনা। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমার দিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করিনা। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরাতো যবনের ভাত খাওনা"।

সাধু। যারা পেট ভাতায় চাকুরি করে; তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবুতো নীল করা ঘোচেনা। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবেনা, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। মাঠাকুরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো, আপ্‌নারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর্ একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমিমারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠবে। আমি আসি, কর্ত্তামহাশয় অবধান, বড়বাবু নমস্কার করি গো।

(সাধুচরণের প্রস্থান)

গোলোক। পরমেশ্বর এভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান করগে।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের বাড়ী।

(লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমীন সুমুন্দি য্যান বাগ, যে ল্লোক করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবারে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোনমতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মার্‌লে। সাঁপোল তলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়ার কি। কাঁদাকাটি কর‍্যে দ্যাক্‌বো যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাখিই দ্যাশ ছাড়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন আর দেরি নেই। কাকিমারে ডাক্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্‌দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দিরি—অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

(সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।)

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমীন শালা সাঁপোল তলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্‌ কেটে মহাজন কাৎকত্তাম। খাব কি, ছ্যালে পিলে খাবে কি, এতগুলা পরিবার না খ্যাতি পেয়ে মারা যাবে, এবার রাত্ত গোয়ালি যে ছুকাটা ছ্যালের খরচ, না খ্যাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়াকপাল, আরে পোড়াকপাল, গোড়ার নীলী কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমীর জরুকাতেই থাকা, তাই যদি গেল, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে তুই এক বিঘা নোনা ফেলা আছে তা-তেতো ফসল নাই, আর নীলের জমীতে লাঙ্গল থাক্‌লে তা কারকিত্তী বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্‌নে, কাল হাল গোরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমীদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ।)

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্লো এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, আমিনডি দাগ ধার্‌তি নাগ্‌লো, মোর বুকি ব্যান বিদে কাটি পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লেনা। বল্লে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই জোরজুরি করবো বল্লো সে সময়ে এইচি।

(আমিনকে দূরে দেখিয়া।)

ঐ দ্যাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধরে নিয়ে যাবে।

(আমিন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ।)

আমিন। বাঁদ্‌, রেয়ে শালাকে বাঁদ্‌।

(পেয়দাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন।)

রেবতী। ও মা, ইকি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্‌য়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ি যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন নেওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যাম্‌না সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস্‌ তোকে খাতায় দস্তখৎ করে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। [illegible] মহাশয়! একে কি নীকের দাদন বলে, নীলের দাদন বলো, ভাল হয় না! হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে যার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই যায় আবার পড়্‌লাম। পণ্ডিনির আগে এলো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো—দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়িতো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

(ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।)

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

(যাইতে অগ্রসর হইল।)

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছ আর এই মারপিট। ওমা ও যে ভব্‌কা ছেলে, ওবে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাবেহের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্চে, মুখ শুইকে গেছে—কি কর্‌রো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি তোর নাকিসুর এখন রাখ। জল দিতে হয়তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

রাই চরণের জল পান এবং সকলের প্রস্থান।

প্রথমঅঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেগুন বেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গলার বারেন্দা।

আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ।

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেইতো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া [illegible] প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না লায়েক আছে। ষরপুর, শাম নগর, শান্তি ঘাটা এত্তিন গাঁয় কিছু দাদন হলোনা। শ্যাম চাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানী দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতেপারেন। এ কুটির কতক গুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করো শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখিনি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জোরু কয়েদ করিয়াছি, জোরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্ হাম্ কুচ্ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষি ছাড়া আমারে কিছু বলিনি—তুমি শালা বড় না লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্ কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো একাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীন মাধব শালা সব টাকাচুকিয়ে চায়——ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ——বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লা বাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রুপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতর না থাকিত। বেটা আপনি

দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীন বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল " গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীল করের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব,,। বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি ঘোটা ঘোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলাকি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে ক ম্‌ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয় লজ্জা, সরম্‌, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেল খানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে, আমি কায চাই।

(সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদা
দ্বয়ের সেলাম্‌ করিতেং প্রবেশ)

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ এক জন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার নীলের বিরুদ্ধাচরণ করিনাই, করিতেছিনা, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি [illegible] করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা দেড় খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি

৯ বিঘা নীলে গ্রাসকরে তবে কাযেই চটিতে হয়। তা আমার চটায় আমি-ই মর্‌বো হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমারদের বড়বাবুর গুদামে কয়েদ করো রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপ-শালী——

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, পায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল-ঠেলে, উনিবলেন "প্রতাপ-শালী,,—

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এবিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লি-খিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড়বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার. যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান!। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয় তা-

র চার গুণ ক্যাবকিত্ত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতেহয় তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাসদিতে হবে আমি, শালা বড়বজ্জাত (জুতারগুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোয়েছে হারামজাদ্‌কি সব ছোড়্‌যাগা (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, তা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়্‌লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌বিবে!

(কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতেং) মলাম্‌, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার্‌ মারো রাস্কেল কো (শ্যামচাঁদাঘাত)

(নবীনমাধবের প্রবেশ।)

রাই। বড়বাবু, মলাম গো! জল খাব গো! মেরেফ্যালে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে! এই স ধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে যদি উহাকে একপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরায় কর্ব্বেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেই রূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর্‌ বড় কি তা বল? আমার খা-মার মজুর হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভালং চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আস্ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমী ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করো্যে দিব।

উড। আমার দাদন সব দিয়েছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান, (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্তদিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব. ছা পোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেক গুলিন। এপ্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়াযায় তবে মেম-সাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমর-নগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুঠির লোক ধরো্যে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার মুঠ্ঠা হইয়াছে। র‍্যাসকেল---এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয়নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাযকি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

(নবীনমাধবের প্রস্থান।)

উড। গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দস্তুরখানা লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

(উডের প্রস্থান)

গোপী। চল সাধু, শ্বশুরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়াভাতে ছাই ভব বাড়াভাতে ছাই।

ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর দরদালান।

সৈরিন্ধ্রী চুলেরদড়ী বিনাইতে নিযুক্ত।

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী একগাছিও হয় নি। ছোটবউ বড় পয়মন্ত। ছোটবয়ের নামকরো যা করি তাই ভাল হয়। একপণ ছুট্ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ী হয়েছে। আহা চুলতো নয়, শ্যামা ঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্য বদন। লোকে বলে মা কে যায় দেখ্‌তে পারেনা, আমিতো তার কিছুই দেখিনে। ছোটবয়ের মুখ দেখ্‌লে আমারতো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোটবউও তেমন। ছোট বউতো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

(সিকা হস্তে সরলতার প্রবেশ।)

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের জালটি বুন্‌তে পেরেছি কিনা?—হয়নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। ওবোন্, এইখান্‌টি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদতো খোলেনা।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুনুছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরুয়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইলনা—তোমার

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গোলহাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান্ নি।

সৈরি। তবে ওরাঁ যখন ঠাকুর পোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচরঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি এমাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যে খানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুর পোর কালেজবন্দ হলে বাড়ি আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণ্‌চো—আর বোন্, মনের কথা বের্‌য়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা! ওরাঁ যখন ঠাকুরপোর চিটি গুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে? দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখিনি, দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখেলাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ— (সরলতার গাল্ টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনিনি, যেমন একদণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচিনে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসিছি।

(আদুরীর প্রবেশ।)

ও আদর, তামাক পোড়ার কটোটা আন্‌না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্না ঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরি। তবে থামাতে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো কা-মন করো।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন ও তো ঠাকুরুণের কথা বেস বুঝতে পারে? তুই রক কারে

আদুরী। মুই ভান হতি প্যার্‌লাম ক্যান। তোমার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো তবেই সে ভান হয়ে উট্‌লো—মা ঠাকুরুনির ,,বলবো দিদি, মুইকি ভানহবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি। (গাত্রোত্থান করো) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যা সাগরের বেতাল শুনবো।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

আদুরী। সেই সাগর সাড়ের বিয়ে দেয়, হ্যা—মাকি ছুটোদল বয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর ভুলিস্ নে? মিন্‌সের মুখখান মনে পড়্‌লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কাঁদে ওটে। মোরে বড্ডভাল বাস্‌তো। মোরে রাত্তি দিতি চেয়ে দেখ্‌তো।

পুঁইচে কি একতারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি একতারি।
মনের মত হলি পরে রাত্ত পরাত্তি পারি॥

দেখদিনি খাটে কিনা, মোরে ঘুমুতি দিতনা, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে"।

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাকতিস্।

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম খতি আছে।

সর। তবে তুই কি বলে ডাকতিস?

আদুরী মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওগো শোন্‌চো—

(সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ)

সৈরি। আবার পাগ্‌লিকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা শুদুচেন তাই মুই বলতি নেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোটবয়ের মত পাগল আর দুটিনাই, এত জিনিষ থাকতে আদুরীর ভাতারের গল্প হাঁটিয়েং শোনা হচ্চে।

(রেবতী ও ক্ষেত্র মণির প্রবেশ)

আয়ঘোষ দিদি আয়, তোকে আজ্ কদিন ডেকে পাঠাচ্ছি তা তোর আর বার হল না। ছোট বউ এই যাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ্ ক-দিন আমারে পাগল করেছে, বলে দিদি ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুর বাড়ি হতে এসেছে তা আমারদের বাড়ি এল না ?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্নি ক্ষের পা বটে। ক্ষেত্র তোর কাকি মা-দের পরণাম কর।

(ক্ষেত্রমণির প্রণাম।)

টসরি। জম্মায়স্তি হও, পাকাচুলে সিঁন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুর বাড়ি যাও।

আহুরী। মোরকাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফ্টুতি থাকে-ক্ষেত্রেত্তা গড় কলে তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

টসরি। বালাই ষেটের বাছা-আহুরী যা ঠকুরুন কে ডেকে আন্‌গে।

(আহুরীর প্রস্থান।)

পোড়া কপালি কি বলিতে কি কলে তা কিছু বোঝে না,—কয়মাস হলো ?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পরকাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কতা দিন গেলি চারমাসে পড়বে।

সর। আজো পেট বেরোইনি।

টসরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরিনি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন ?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকুর-ঝিরি বলে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড় লোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মরো গ্যালাম সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাললাম।

টসরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড় গুনো তুলে আনগে, সন্ধ্যা হয়্যো।

(আদুরীর পুনঃ প্রবেশ)

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদেশিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা, হা,

(সরলতার জিবকেটে প্রস্থান)

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্য বদনে) দুর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুন কইলো—

(সাবিত্রীর প্রবেশ।

এই যে এসেছেন।

সাবি। মোর বউ এই চিল, তোরমেয়ে এনিচিস বেস্ করিচিস—বিপিন আবদার নিচ্লো তাকে সান্ত করো বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদি মারে পরণাম কর।

(ক্ষেত্র মনির প্রণাম।)

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মাহও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউমা ঘরে যাও বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাত খানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী") মা যাওগো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরী। (অবাস্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরী। পোড়ার মুখ—মোর দিদি আর এক দিন আসিস্।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আরতো এখানে কেউ নেই—মুইতো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রানী কাল মোদের বাড়ি এয়েলো—

সাবি। রাম্ রাম্ রাম্ ও নচ্ছার বেটিকেও কেউ বাড়ি আস্তে দেয়—বেটির আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোরতো আর ঘেরা বাড়ি ময়্‌দর্‌দেরা ক্যাজে থামারে গেলি বাড়ি বল্লিইবা কি আর হাট বাসিইবা কি—গস্তানি

কিন্তু বলে কি—যা মোর গাস্তা কাঁটা দিয়ে ওটচে। বিটি বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার [illegible]কে একবার কুটির কামরাঙার ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো! —সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুইতো আর একা যেরোবনা, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারিনে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!।

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্মনয়? বিটি বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করো দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি বাচ্‌বার জিনিষ, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটি সাহেবের নোক, তা নইলি মেরে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ঝম্‌কে২ ওটচে।

আদুরী। মাগো যে দাড়ি! কথাকয় যেন বোকা ছাগলে ক্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুইতো কখনুই যাতি পারবোনা, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!।

রেবতী। মা সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস তবে নেটেলা দিয়ে ধরো নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। যেমে নোক ধরে মরদ্‌দের কারদাকরে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, মজোরে ধলিকত্তি পারেনা? মা, জাননা, নয়ধারা রাজিনামা দিতি চাইনি বলো ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধরো নিয়ে গিয়েচলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে একথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে এ্যাকিই নীলির যায় পাগল, তাতে একথা শুনে কি আর রক্ষা রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরে বস্‌বে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে একথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বলবার আবশ্যক নেই--কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বল্লে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেবনা, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রানী বিটি আর এক কথা বলো গ্যাল, তা বুঝি বড় বাবু শুনিন্নি---কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে নাকি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিত্তি পারে। তা কত্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তাকি আমি বুঝ্তি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেট পোড়া খেব্এচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপকর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্ডো শোনে—

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গাপাকাড়ি, তেরোনাল ফির্তি থাকে, মাগো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্সি ঘোড়া চপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়ে লো, তাই মোকে কত নজ্জা দেলে, এতো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্দিন মজাবি দেক্চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ি যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। মাইমা, আবার কলুবাড়িদিয়ে তেল নিয়ে যাবু, তবে সাঁজ্জে জ্বালবো।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলেনা।

(সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ)

আহ্লাদী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

(সরলতার জিবকেটে কাপড় রাখন)

সৈরি। ধোপাবউ কেন হতেগেললা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগামা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পারনা—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় কালাদিলে কেমন করে, তবে বোধকরি গায়েও ছড় গিয়াছে—আ-হা! মার আমার রক্ত-কমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করো যাওয়া আসা করোনা।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সাবি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এইবেলা বেলা থাক্‌তে ২ পা ধুয়ে এস।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুণ বেড়ের কুটির গুদাম ঘর।

(তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট)

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায়না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার‍্বো না—যে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, যাঁর হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, যে বড় বাবু হাল গোরু যেঁচ্‌য়ে নে বাড়াচ্চে, মিত্তো সাক্ষি দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুইতো কখনুই পারবো না—জান্‌ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্‌ থাক্‌বেনা, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুন খাইনি—তা করবো কি, সাক্ষি না দিলি যে আস্ত রাখেনা—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়য়ে উটেলো—দ্যাদিনি অ্যাকনতবাদি অক্ত যোঁজানি দিযে পড়্‌চে—গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর থুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিসনে?

তোবাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করিয়া) ছুত্তোর প্যারোকের মার প্যাট করো, নো দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বলবো—সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতার মারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ কর‍্যা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লামনা বল্লিতো খাটবেনা, তবে মোরে গুদোমে পোর‍্লে ক্যান—আমার সেমন্‌তোনের দিন ঘুনুয়ে এস্‌তেছে, ভেবেলাম এই ছিড়িকি খাটে

কিছু পুঁজি কর্যো, কর্যো সেমনতোনের সঙ্গে পাঁচ কুটির্ থপর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যালুবে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দার বাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনা পুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সকলি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার কোজছুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তামসা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্‌ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, ছুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র,র, কর্যো আসেছে, হেড়া হিড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়ে লো কি? ভাবনা পুরীর সাহেবতো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সম্বিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সম্বিন্দি গার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাচিনে গা।

ভালং করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রে ও সুমিন্দির ইক্‌সুল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোমতে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাইবাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমুন্দি যে খোঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা!

তোরাপ। সম্বিন্দিরে ভাল মানুষ পাজি থ্যাক্তি আসে, মাচেরটক্‌ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট্‌ কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্‌ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পাকে কি তাওতো বুঝ্‌তি পাচ্চিনে।

তোরাপ। কুটি থাতি যাইনি। হাকিমডের গাঁতবার জন্যি খানা পেক্‌য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর আর্দ্দালি পেইচি, এসম্বিন্দিরে বেলাতের ছোট নোক।

প্রথম। তবে এ-গ নের গবরনার সাহেব কুটিং আইবুড়ো ভাত্‌ খেয়ে

বেড় য়েলো। ক্যামন করে? দেখিসনি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বয়ে নেজ য়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্ তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত করে্য খাতি পারবো, আর সমিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ তি পার বে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদোভুতি পালি নাকি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এমাম্মির ভাইরি আনেচে ক্যান? মাম্মির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁ ছাড়া হতি নেগলো, তাই ধচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো——

ব্যারাল চোকো হাঁদা হেম দো।
নীলকুটির নীল মেম দো॥

বচোরদ্দি নানা কবি নচ তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে সুনিসনি!

"জাত মাল্লে পাদরি ধরে।
"ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥

তোরাপ। এগুল নচন নচেচে; "জাত মাল্লে" কি?

দ্বিতীয়। "জাতমাল্লে পাদ রি ধরে।
"ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জান তি পাল্লাম না—মুই হালম তিনগাঁর-রেয়েত, মুই স্বরপুর আবাদ করে, তা, বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বস মসার কাছে মিচ রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা! কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুষ রূপী দেখেলাম, বসে আছেন যান গজেন্দ্র গামিনী।

তোরাপ। এবার ককুড়ো ঢুক্‌য়েছে!

চতুর্থ। গ্যালবার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদা খ্যাচ্‌ড়া কল্লে---এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, যা বল্‌চে তাই কচ্চি তবুতো ব্যাক্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দুবচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়য়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে—চাসার কি আর বাঁচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমীন সমিন্দির হির্‌ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর্‌ নাকে। ঐ সমিন্দি সব চুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হয়ে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওরতো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল কর্‌বি তা কর, দামড়া গোরু কেন্‌, নাঙ্গল বেন্‌য়েনে, নিজি না চস্‌তি পারিস্‌ মেইন্দার রাখ্‌ তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতিতো নারাজ নই, তা হলি দুসনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা কর্‌বে না, মাগির তার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চেস্‌চেন—(নেপথ্যে হো, হো; হো, মা,মা,)গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আমনাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ্‌দে চুপ্‌দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসে ছিলে—আহা! এযন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন কুটিতে আছি তাওতো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রি যোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মাগো তুমি কোথায়)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে) আহা ! ৫ বিঘা হয়ের দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল ! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখিনে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মাগো ! তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে একথা বলবো—শুন্‌লিতো মরে৷ ভূত হয়েছে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারিনি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো—

তোরা। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণেচাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই বরকা দিয়ে ওরে খুচ করি ওর বাড়ি কনে-

প্রথম। তুইযে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধেউঠন) দ্যাল ধরিস্, বরকার কাছে মুখনিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা নাব, চাচা নাব, গুপে সমিন্দি আসচে (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

(গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ)

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘর তার মধ্যি ভূত-আছে ! এতবেল কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্ তবে তুই ওমনি ভূতহবি। (অনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, একুটিতে আর রাখা নয়। ওঘরে রাখাই অবিধি হইয়া ছিল।

রোগ। ওকথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন বজ্জাত নষ্ট

(পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্তহয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্ হারামি করিতে পারিবনা।

তোরাপ। (স্বগত) বাবারে ! যে নাম্‌না, ত্যাকান্ তো রাজি হই, ত্যাকন যা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। শুয়ারাও, শুয়ারকি বাচ্চা ! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে (রামকান্ত ঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম, পরাণে চাচা, এট্টু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবেনা? (জুতার গুতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই করবো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারাম জাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ্ রাত্রে সব চালান দেবো। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম্ রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুইকনেরে, মোরে খুন করো ফ্যালালে, মারে, বউরে, মারে, মেলেরে, মেলেরে, (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হায়।

(রোগের প্রস্থান।)

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার দুইতো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিন্দুমাধবের শয়ন ঘর।

(লিপি হস্তে সরলতা উপবিষ্ট।)

সর। সরলা ললনা জীবন এলনা।

কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিল শীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করি-

তে ছিলাম যে দিদি বলে ছিলেন, তাতো মিথ্যানয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশাতো নির্মূল হইল একণে যে মহত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারিনা, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গল সূচক সভা স্থাপন সম্ভবেনা, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অস্থির হইলে মনেরতো দোষদিতে পারিনা। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয় বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা ! প্রাণ নাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন)

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কিপর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করি। মনে করিয়া ছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে নাপারি তবে আর মুখ দেখাইতে পারিবনা। নীলকর সাহেবেরা গোপনেহ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোন রূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এসংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করোনা, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলিনাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন বাড়ি যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখা

পড়ার মুক্তি কি সুখের আকর, এতদূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপি সুধাপান করে আমার চিত্ত চকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি——তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষস্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারিনেবলে, ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনা সমুহে আবৃত হইলে উপরি ভাগ স্থিরহয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে. আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাসা বদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে, আমি দশদিক্ অন্ধকার দেখি। হে অবোধমন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায়না, কেহ শুনিতেও পায়না কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত নাহইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারিনে.—

(আদুরীর প্রবেশ)

অদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদারনিবেঘাটে যাতি পাচ্চেনা, কল্লে কি, যার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

অদুরী। তেলে দেকচি আজ্ঞ হাত দেউনি। চুলগল্লাড়া কাদাহতি লেগেচে, চিটিখান আজ্ঞ ছাড়নি——ছোটহালদার যাতে চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটি তি ন্যাকিনি—কত্তামশাই যে কান্তি নেগ্‌লো।

সরো (স্বগত) প্রাণ নাথ, সকল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না (প্রকাশে) চল রান্না ঘরে গিয়ে তেলমাখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর, তেমাত্তাপথ।

(পদী ময়রাণীর প্রবেশ)

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাইতো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে, আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাদোদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোনার হরিণ; যা নাকি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায়না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মাগো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো—বড় সাহেব ডাকরা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাকরার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগির ভাতার মেয়ে মানুষ ধরে গুদোমে রাখ্‌তে পারে, মেয়ে মানষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাকরার সে রকমতো এক দিন দেখ্‌লামনা। যাই আমিন কালামুখরে বলিগে, আমারে দিয়ে হবেনা— আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখ্‌লে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে। (নেপথ্যে গীত।)

"যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ওতার নয়ান দুটি॥"

(এক জন রাখালের প্রবেশ)

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ি যাও, কলমি ঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিইচি---

(এক জন লাটিয়ালের প্রবেশ)

বাবারে! কুটির নেটেলা।

(রাখালের বেগে পলায়ন)

লাঠি। পদ্মমুখি, মিসি মাগ্‌গি করো ভুলে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জাননা প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কালো বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলিনে। আর কখনতো ভাই তোর কাছে কিছু চাবনা—

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্‌নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল কালো বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়েযাব।

(লাঠিয়ালের প্রস্থান।)

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কয়্‌য়ে জয়্‌য়ে দিলে চাস্যারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়্‌বার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা নাশুনে ধর্ম্মের কাহিনী,,। বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ারমুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

(চারিজন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ।)

চারিজন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলেনা—

৪জনশিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই নীল গেঁজোছো কই ॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ওকথা বল্তে নাই—

৪জনশিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই ॥

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই ॥

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই ॥

নবীনমাধবের প্রবেশ।

পদী। ওমা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

(ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান।)

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

(৪ জন শিশুর প্রস্থান)

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এপ্রদেশের ইন্সিপেক্টর বাবুটি অতিসজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এরঅপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইন্সিপেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুল স্থাপনে মনোযোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনেরকথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠেনা, উপায় আর কিছু দেখিনে, পাঁচজনের একজনও হস্তগত করিতে পারিলামনা, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারেনা। তোরাপ ...

বলিবেনা। অপর চারিজন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত সাহেবের পরম বন্ধু।

(একজন রাইয়ত দুইজন ফৌজদারীরপেয়াদা
এবং কুটির তাইদ্‌গিরের প্রবেশ।)

রাইয়ত। বড়বাবু,মোর ছেলেদুটোরে দেখো,তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেলসন আটগাড়ী নীল বেলাম, তার একটা পয়সা দেলেনা, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়েযাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ত্যানা, এক বার লাগ্‌লে আর ও টেনা—তুই বেটা চল, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে—তোর বড় বাবুর ও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ বাব, ভয় করিনে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোড়ার নীল করবোনা—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখেনা (ক্রন্দন) বড় বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিওগো, মোরে মাটেতে ধরে আন্‌লে তাদের এক বার দ্যাক্‌তি পালাম না।

(নবীন মাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নবীন। কি অবিচার! নব প্রসূতী শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবক গণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়-তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম টাসা কর্‌লাম, মেরেতো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুন পুরুৎঠাকুর্কে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী ওত্তি বল্লে হুলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

(রাইচরণের প্রস্থান)

নবীন। হা বিধাতঃ এবংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা

আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট চিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না. ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন, হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একে বরে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিনী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনী প্রায়. নীল কুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কতদিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হবনা,—শামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

(দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ।)

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে---পিতৃব্যের প্রমুখাত্ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধুব্যক্তি, কায়স্থ কুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফলনয়, যেমন বংশ---

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্য মুপজায়তে।

আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হুঃ, হুঃ, হুঃ, (নস্য গ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমার দিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

নীল-দর্পণ।

(তৃতীয় অঙ্ক।)

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বেগুণ বেড়ের কুটির দপ্তররখানার সম্মুখ।)

গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ।

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলেতো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও, তা বলে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যালয়ে নে বেড়াবে,,।

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

(খালাসীর প্রস্থান।)

ছোটসাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড়দুখ, ও কথাও বল্‌বো—বড়সাহেব ওকথায় আগুণ হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায়২ শ্যাম চাঁদ দেখায়। সে দিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শত মারী ভবেৎ বৈদ্যঃ,,।

(উড়কে দর্শন করিয়া)

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

(উড়ের প্রবেশ।)

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাট্টা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়াছিল এই বারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড়। শালা শাম নগরে কিছু কত্তে পারিনি।

গোপী। হুজুর মুন্সিরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে আমারে ঘোল খাওয়াইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যাম নগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড়। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীতমানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীনবসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বলিলাম, হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দনয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড়। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল: দশবিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড়। মোকদ্দমা কিছু হইবেনা, এ মাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী করলে পাঁচ বছরে মোকদ্দমা শেষ হোবেনা। মাজিস্ট্রেট আমার

বড়দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বরী করে। নতুন আইনে চার বজ্জাতকে কাটক দিয়াছে; এই আইনটা শামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীনবস ঐ চারিজন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে কলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চত বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহেতার চলেগা!

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসরং দাদন বৃদ্ধি করি এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমীন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দুটাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোকসান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়!

উড। আমি সমজিয়াছি, আমীন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস দাদন কিছু রাখেনা, আমীন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটিকরে এবং মিনতি করিতেং রথতলা পর্য্যন্ত আমীনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীল কণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাত হয় যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি ঐ বাঞ্চত আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারেনা, তুলনা হয়না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুজো। কিন্তু সংবাদ পত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পর,।

উড়। নীলকণ্ঠ কি করিল ?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমীনকে অনেক ভৎর্সনা করেন, আমীন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ি ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাভান, ৩।৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এইকি চাকরের কায ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এসব নিমক্ হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্ নেমক্ হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড়। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চত্ আর পড়ী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাত্‌কো হাম জরুর শেখ্‌লায়েঙ্গে, বাঞ্চতকো হামারা বট্‌নেকা ঘর্‌মে ভেজ দেয়।

(উডের প্রস্থান)

গোপী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের দায়।
বোনাই বাবার বাবা হারমেনে যায়॥

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নবীন মাধবের শয়ন ঘর।)

(নবীন মাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবা নিশি ভ্রমণ করো বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্লবদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃ

পীড়া জন্মিয়াছে, হেনাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণ গু-লিন দিতে পারিনে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে অরোহণ অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এতক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজ নয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয় বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করো ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়িতে রেখে-টাকার যো-গাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি কি নিদারুণ কথা বলিলে আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধুমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধুমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারেনা—প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আ-নিওনা।

সৈরি। জীবন কান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুন কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে পরে ওষ্ঠ ভেদ করো তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ বড় যন্ত্রণাতেই

ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ির দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরসবদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হা হা কার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হেনাথ বিপিনের গহনা দিতে ও আমার যে কষ্ট ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোটবয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পাবে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কায করে্যা তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, একি মাতৃ তুল্য বড় যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমারমত সরল নারী নারীকুলে দুটী নাই---আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম, কি হলাম! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দর পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালিকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদ জনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় একশত টাকা দান করিয়াছি আজ! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাত্র বধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ আক্ষেপ কি---

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিওনা (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমারচক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপকর, শশিমুখী চুপকর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি--- আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আদুরী আসছে।

(দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ।)

আদুরী। চিটি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারিনে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতি বল্লে।

(লিপিদিয়া আদুরীর প্রস্থান।)

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয়নাহয় এই দুইলিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপিপাঠ) রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গতকল্য গঙ্গা লাভ হইয়াছে তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এসংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি— তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয়নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এইকি উপকার! দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করে নিরাশ হওয়া বড়ক্লেশ—ওচিটি ওমনি থাক্—

নবীন।(লিপিপাঠ) প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব, বক্রী একশত টাকা, আগামি মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছাকরি ইতি।

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখতুলে চাইলেন—যাই আমি ছোটবউকে বলিগে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা; এ ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র----এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই পরে অদৃষ্টে যাহাথাকে তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে---তামাক কয়েক খান আর একমাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতেপারে, তা কি করি সাড়ে তিনশত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয় —— এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদহয় তবে বুঝিলাম যে এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি—যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে তাহারা যদি নিরপেক্ষহয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণহলনা, সকল ক্ষেত্রে বীজবপন হলনা, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হলনা, বৎসরের উপায় কি—কোথানাথ, কোথাভাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন২ মাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ডহয়নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকাধানে মইপড়ে, শস্য পূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতনহয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতেহয়। হে লেফ্‌টেনান্টগভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিতনা, হে দেশ পালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদীর মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমর নগরের জেল্ নীলকরে পূর্ণহইত, এবংতাহারা এমত প্রবল হইতে পারিতনা—আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়া—

ছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আ-মাদিগের শেষ।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবি। নবীন সব লাঙ্গল যদি ছেড়েদাও তাহলেও কি দাদন নিতেহবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয়না।

নবী। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম্মহওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বলদেখি, হা পরমে-শ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল।

(নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

(রেবতীর প্রবেশ)

রেবতী। মা ঠাকুরুন, মুইকনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যানমতি এনেলাম। পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লামনা। বড় বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ কাটে বারহলো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি!

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মারসঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে বাছারে ধরো নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়ো দিয়ে পেল্যেচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড়সাধে সাদ দেবে ভেবে-লাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে—লোকের জমিকেড়েনি-চ্ছিল, ধানকেড়ে নিচ্ছিল, গোরু বাছুর কেড়ে নিচ্ছিল, লাটির আগায় নীল বুনয়ে নিচ্ছিল—তা লোক কেঁদিই হোক, কোকিয়েই হোক কচ্চে—একি! ভালমানুষের জাত খাওয়া!

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ককুড়োয় দাগ মা'র্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে ছোঁড়া জমি চসে আর ফ্‌লেং কেঁদে ওটে—মাটেতে অ্যাসে একথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাবু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুল মহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্ব ভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুল কামিনী অপহরণ! এই মুহূর্তেই যাইব-কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডূক কখনই ব'সতে পারিবে না।

(নবীনের প্রস্থান)

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি, বিধি দত্তধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র নাহইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালে ও শুনি নাই—চল ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রোগ সাহেবের কাম্‌রা।

(রোগ আসীন। পদীময়রাণী এবং ক্ষেত্র মণির প্রবেশ)

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বলনা, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্মদিতি পারবোনা, মোরে কেটে কুচিং কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, জেলয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পর পুরুষ ছুঁতি পারবোনা, মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়; একথা কেউ জান্তে পার্‌বেনা—এই রাত্তিরেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আস্‌বো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না—ওপরের দেহ্‌তাতো জান্তি পারবে, দেবতার চকিতো ধুলো দিতি পারবোনা। আমার প্রাণের ভিতরতো পাঁজার আগুণ জ্বল্‌বে, মোর স্বামী সতীনলো মোরে যত ভাল বাস্‌বে তত মোর মনতো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্‌ আর অজানাই হোক্‌ মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবোনা।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্‌না।

পদী। আয়বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকেবল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কতগ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা-দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটী থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক জন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশজন মেয়ে মানুষকে নির্জ্জন করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে২ খানাখাই— আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে তোরগায়। জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষী মা আমার, বিছানায় এস; সাহেবতোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের---চটপরো থাকি সে ও ভাল তবু যান বিবির পোষাক পর্‌তি নাহয়। ময়রা পিসি মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়িদিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই---আহা, আহা! মোর মা এত বেল্‌ গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে বাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দুজনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়েদে, মোরে বাড়ি রেখে আয়, তোর পায় পড়ি, পদী পিসি তোর গু খাই---মা রে মলাম্‌ জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুকেঁার জন্য আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি— মোরে মেটেলার ছুঁয়েছে, মুই বাড়িগিয়ে না নেয়েতো ঘরে যাতি পারবোনা।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্ম ও গেচে জাত ও গেচে, (প্রকাশে) তা, মা, আমি কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট-সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ্ বাড়ি যাক্ তখন আর এক দিন আস্‌বে।

রোগ। তুমি তবে আমার ঘরে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ি পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্ নেমকহারাম, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্ নি, তাইতো ভদ্র লোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল একার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদীময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড়প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি যাব্‌নে ময়রা পিসি যাব্‌নে।

(পদী ময়রাণীর প্রস্থান)

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্‌তি নেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্তধরিয়াটানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়িপেট্‌য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবোনা—(হস্তধরিয়াটানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারিনা, বিছানায় আইস, নচেৎ প্যাঁদাঘাতে পেট ফাড়িয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই লাগ্‌হবে, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবেনা।

(বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করোনা, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

(রোগের হস্তে নখবিদারণ)

রোগ। ইন্‌ফর ন্যাল বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবোনা। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার্‌ মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আঁটি কুড়ির ছেলে, তোর বাড়ি ঘোড়া মরা মরো, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রোং করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগেনা, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাই ডাক্তারির ভাই, মার্‌না মোর প্রাণ বার্‌ করে ফ্যাল্‌ না, আর যে মুই সইতি পারিনে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

(পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখগো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)

(জানেলার খড় খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীন মাধব ও তোরাপের প্রবেশ)

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। সম্‌দ্দি দেঁড়য়ে যেন কাটের পুতুল,—গোডার বাদ্দি হয়ে গিয়েচে—বড় বাবু, সম্‌দ্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোন্‌বে,

ও ব্যাটা কুকুর মুই তেম্‌নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাক্‌বিতো জোরার বাড়ি যাবি (গাল টিপে ধরো) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কান মলন)

নবীন। ভয় কি ভাল করে৷ কাপড় পর (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা করো লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়্‌য়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ো গিয়েছে, এত ক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুম্‌য়েছে, বিশেষতঃ একথা শুনিলে কিছু বল্‌বেনা, তুই তার পর আমাদের বাড়ি যাস, তুই কি রূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুনতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁত্‌রে পার হয়ে৷ ঘরে যাব--মোর নক্তিবির কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তার সমন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তারপর নাতকরো জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গলকরো কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের গ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তিবলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো জুতার গুতা মারিস্‌নে?

(হাঁটুর গুতা)

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলো আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়: আমি চলিলাম।

(ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান)

তোরাপ। এমন বসগারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর বড়বাবারে বলো মেন্‌য়ে জুন্‌য়ে কায মেরেনে, জোর জোরাবত্তী কদিন চলে, পেল্‌য়ে গেলিতো কিছু কত্তি পার্‌বানা, মরার বাড়াতো গাল্‌নেই। ও সমিন্দি নেয়েত ফেরার হলি যে ধুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আরবচুরে টাকা গুনো চকয়ে দে আর অবচোর বা, বুনতি চাচ্চে তাই নিগে, তো-

দের জন্যিই ওরা বেপাকটে পড়েচে, দাদন গাদ্লিইতো হয়না, চসাচাই —ছোটসাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

(চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন)

রোগ। বাই জোভ! বিটেন্টুজেলি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোকবসুর ভবনের দরদালান।

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলিনে—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম; এ শ্মশানে বাসঅপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী-মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান্না, তাঁর কপালে এতদুঃখ, কৌজদুরীতে ধরে্য নেগেল, তাঁর জেলে যেতেহবে; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়োঘরে নাশুলে ঘুম হয়না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড়বউমার হাতে ন-ইলে খান্না, আহা! বুক চাপ্ড়েঽ রক্ত বার করেছেন, কেঁদেঽ চক্ষু ফুল-য়েছেন, যাবার সময় বলেন গিন্নি এইযাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা, তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ীহয়ে ওঁরেনিয়ে বাড়ী আস্‌বো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালীহয়ে গিয়েছে; টা-কার যোগাড় করিতেইবা কতকষ্ট, ঘুরেঽ ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউ-দের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দ-মায় কতই খরচ হবে। গাঁত্তির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্ধক পড়্লে বা-বার কতই খেদ—বলেন কিছুটাকা হাতে এলিই মার গহনা গুলিন আগে খা-লাস করে্য আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতেঽ যাত্রা কর্‌লেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।)

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তানইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবিত্রী। (ক্রন্দন করিতেং) না মা, আমার নবীন বাড়ী নাফিরে এলে আমি আর এদেহে অন্ন জল দেবনা, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবেনা। তুমি এস স্নান করসে।

(তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ।)

ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়েএস, আমি খাওয়ার জায়গা করিগে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান সরলতার তৈলমর্দ্দন)

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মায়মুখে আরকথা নাই, মা আমার বাসিফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কতদিন দেখিনাই, বাবার কালেজবন্ধ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশাকরে্য রইচি তাতে এইদায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাওনি। ঘোরবিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া হলো কিনা দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাওগে মা, চল আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)
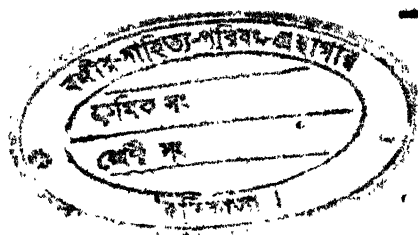
নীল-দর্পণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারির কাছারি।

(উড, রোগ মাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র নবীন মাধব, বিন্দুমাধব, বাদীপ্রতিবাদীর মোক্তার, নাজীর, চাপরাসি, আরদালি রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান)

প্র মোক্তার অধীনের। এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্তদান)

মাজি। আচ্ছা পাঠকর। (উড সাহেবের সহিত,পরামর্শ এবং হাসা)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে। (দরখাস্তের পাঁত উল টায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসাপড়।

সেরেস্তা। আসামির এবং আসামির মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদির সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয় ছে--- প্রার্থনা, ফরিয়াদির সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শটতা, প্রবঞ্চনায় রতবটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যাবলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যেরত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অনরালয় বায় মহিলালয়ে কাল যাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তার গণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহার দিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার মোক্তার গণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তার দিগের দ্বারা কোন রূপে কোন প্রতারণা হইতে পারেনা। নীলকর

সাহেবেরা খ্রিষ্টিয়ান---খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্ মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্ম পরায়ণ নীলকর গণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবেনা। ধর্ম্মাবতার আমরা এই নীলকরের বেতন ভোগী মোক্তার, আমরা উঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিমদিতে সাহস হয় না, যেহেতুক সত্যপরায়ণ সাহেবরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তিকরেন---প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষ পরবশ হইয়া প্রহার ও করিয়াছেন।

উড। (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্স্ট্রিম প্রোভোকেশান্, এক্স্ট্রিম প্রোভোকেশান্।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত আইন কারকেরা বলিয়াছেন" বিচারকর্ত্তা আসামির আড্ভোকেট্ স্বরূপ", সুতরাং আসামির পক্ষের যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামির কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রীপুত্রের প্রতি পালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদধ্বংস হইয়া যায়, বাড়িতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা

বান্ধিয়া অস্মদ্যজ্ঞন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসার দিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এসময়ে এত দুরস্ত জেলায় রাইয়ত দিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার, যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করেনা, আমিন খালাসির সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমন পূর্ব্বক উত্তমং জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়ত দিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়ত দিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরা ওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতেং বাড়িযায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সেদিবস সে রাইয়তের বাড়িতে মরা কান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়ত দের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজং দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহার দিগের নীলকরিতে ইচ্ছাছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাস রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহার দিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহার দিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায় হীন

চসাদিগকে রক্ষাকরিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, একথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশআছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের বাঘ অপেক্ষা ভয়করে, কোনগোলের মধ্যে থাকেনা, কখন কাহারো মন্দকরে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয়না; ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে; আমলা দিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়া ছিলাম। বড়বাবু বলিলেন "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুইবৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়া কলাপ বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবেনা, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীলকরিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে,,। বড়বাবু একথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ. না, কিছুই কলেন না, গোপনে২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেব দিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ. হাকিম ভাইব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর২ সাহেবকে একশত টাকা নীলের বদলে দিব। আমিকি রাইয়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহারদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্যদিয়াছে তাহার এক জন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়াল ঘর নাই, সারে জমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে।

কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাঁহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সেব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এইং কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামিকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণদিয়া লিখিতেছিনা।

বা মোক্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্টদিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষিদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্যে যেব্যক্তি বিরুদ্ধাচারণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ্।

(সাহেবেরনিকট গমন)

মাজি। (উডেরসহিত পরামর্শ) বিবিউড্‌কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ্ জাগানেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম্ লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে (মাজিস্ট্রেটের দস্তখৎ). ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয়নাই—

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শতটাকা জা-ইনে ২জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষিদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারীহয়।

(মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ)

নাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল্ পেসকর।

(মাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি,
ও আরদালীর প্রস্থান)

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

(সেরেস্তাদার পেস্কার বাদিরমোক্তার ও রাইয়ত
গণের প্রস্থান)

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামা-নতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতেপারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্তআছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুববড় বটে, কিন্তু কিছুনাই (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রীকরিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকওনাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজি হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল। এসংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ.

পিতা যেন কোনমতে ক্লেশ নাপান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যতটাকা চাহিবে তা-হাকে তাহাই দিব।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচকব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছেনা।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধশরীর! তিনদিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলেন “নবীন তিনদিন গত হইলে আহার করি নাকরি বিবেচনা করিব, তিনদিনের মধ্যে এপাপ মুখে কিছুমাত্র দিবনা,,।

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে ছুটি অন্নদিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছিনা। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি মাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এ-খন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ্ চারদিন, আজ্ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু, তোমাকে রাত্র দিন জেলেথাকিতেদেয় তাহাহইলেই আমি নিশ্চিন্তহইয়া বাড়ীযাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপানারা আমাকে চোর বল্যে ধরেদেন, আমি একবার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু তুমি এমনি সাধুই বট। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব, আমার সে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিস্ব্যাধি হইবে, ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে৷ ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

(ডেপুটী ইনস্পেক্টারের প্রবেশ)

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্টেনান্ট গবর্ণর নিস্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিস্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবেনা।

ডেপু। আমরনগরের আসিস্টান্ট মাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে,. গভরনর সাহেব অনুকুল হইয়া প্রতিকুল মাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিস্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুণ, অনেক দূরযাইতে হইবে।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান)

ডেপুটি। আহা দুই ভাই দুঃখো দগ্ধ হইয়া জীবনমৃত হইয়াছেন। লেফটেনান্ট গভরনরের নিস্কৃতি অনুমতি সহোদর দ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীন বাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশ হিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদ্গুণ সমুহ মুকুলেই ম্রিয়মান হইল।

(কালেজের পণ্ডিতের প্রবেশ।)

আস্তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয়না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত্ হইয়া উঠি। কয়েকদিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারিনাই।

ডেপু। বিন্দুতেই আপনার উপকার দর্শিতেপারে। বিন্দু বাবুরজন্যে

বিক্রীকৃত প্রস্তুত করাগিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড়পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাইনে?

পণ্ডিত। তিনি এ বৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজারমত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ ব্রষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করে। কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায়না, বয়সতো কম হয় নাই।

(বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাওনা, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে, আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তার আমা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক জন্ম আর ছার, দোষগুণ কপাল। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেননা তাহাই একথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, একণ ভগবানের আনুকুল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

(একজন চাপরাসির প্রবেশ)

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই এট্‌টু জল্‌দি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ।

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারিনে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছেনা আমি চলিলাম।

(চাপরাসি ও বিন্দু মাধবের প্রস্থান)

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধহয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদের জেল খানা।

(গোলোক চন্দ্রের মৃত দেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান। জেল দারগা এবং জমাদার, আসীন)

দার। বিন্দু মাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে।

জমা। মনি রদ্দি গিয়েছে। ডাক্তার সাহেব না এলেতো নাবান হইতে পারেনা।

দার। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, উঁর আর চার দিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের স্যাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উক্ত সাহেবের বিবি আমার দিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন

না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, এক খান চিটিতে এ গোরিব:ক জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দু বাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন, এদশা দেখ্‌লে প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

(বিন্দু মাধবের প্রবেশ)

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। একি, একি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজমস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন! বিন্দুমাধবের ইংরাজীবিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে “স্বরপুর বৃকোদর,, বলা শেষ হইল! বড়বধূকে “আমার মা, আমার মা,, বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দবিবাদ তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধকর্ত্তৃক হত হইলে শাবক বেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্তধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তরসাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

(ডিপুটিইন্স্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ)

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটিবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মেরমত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

(গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট)

পণ্ডিত। (ডেপুটিইনেস্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়ারাখি তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখানয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমতস্বভাব হইবে কেন।

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

(ডাক্তরসাহেবের প্রবেশ।)

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব! গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয়না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিকারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে।

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরিসাহেবদের মুখে আমি প্লান্‌টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটিহইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, একরাইয়ত একরাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল “ নীলমামদো নীলমামদো „ দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড়দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কিকারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্‌টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালিসাহেবের কাচারিগের একগ্রাম দিয়া পাদরিসাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া “ নীলভূত বেরিয়েছে নীলভূত বেরিয়েছে „ বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরিসাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরিসাহেব

যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।

পণ্ডিত। আমরা মৃতশরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

(বিন্দুমাধব এবং ডেপুটিইনেস্পেক্‌টার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান)

নীল-দর্পণ।

পঞ্চমাঙ্ক।
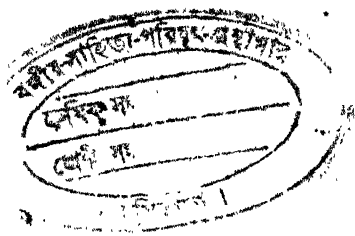
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ।)

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন কর্য্যে?

গোপ। মোরা হলামপত্তিবাসী,সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আশা কত্তি লেগিচি, নুন নাথাকলি নুন চেয়ে আনচি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কাস্তি লাগ্‌লো গুড়চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়্যে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকিনে?।

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়াবল্লে, কল্‌কাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদ গার পইতে কত্তি চেয়লো—যে বামুন্ আচে ইদিরি খেঁবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন্ বেড়্যে তোলে—ছোট বাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্ সাহেব টুপি নাথুলে এস্‌তি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়েদেয়? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসা গাঁ মানলেনা। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়েতো আর চোকি পড়েনা, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ি যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালেনা। যেদিন বে করে আনলে মোরা সেইদিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো ন্যাংরাজ ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাত্ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটী সর্ব্বদাই শাশুড়ির সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজি মশাই, বলবো কি, মোগার গোমার মা বল্লে, পাড়াতেও আর্ট ছোট বউনা থাকলি যে দিনি গলায় দড়ির খবর শুনেলো সেই

দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনেলেম সউরে মেয়ে গুলো মিন্‌সেগার ত্যাড়া করো আথে, আর মা বাপিরি না থাত্তি দিয়ে মারে, কিন্তু এবউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজোব্‌কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধকরি বউটীকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরত্তিমির মধ্যিকারে ভাল না বাসেন তাওতো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো,তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নোহবেন—গোড়ার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবেং কত্তিনেগেচে।—

গোপী। চুপ্‌কর গুত্তডা, সাহেব শুনলে এখনি আমাবস্যা বার করবে।

গোপ। মুইকি কর্‌বো, তুমিতো খুঁচয়েং বিষ বাইর কত্তি নেগেচো, মোর্‌কি সাধ, কুটিতি বসি গোড়ার শালারে গালাগালী করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েচে—মিথ্যা মোকদ্দমা করো মানি মানুষ টোরে নষ্টকরলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যাঙের সর্দ্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন্‌ না, মুই পাগল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওডা নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।--

গোপ। সাহেবেরই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবেরা আপনারা কামার আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতে দপড়ে, পেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।--

গোপী। তুই গুওডা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাইনা—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর ছুদির হিসেবডা করো মোরে কাল একটা টাক্য দিতি হবে, মোরা গঙ্গাস্থানে যাব।—

(প্রস্থান)

গোপী। বোধকরি ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীলবুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবেনা।--সাহেব-

সেও কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গতবৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রস্তুত হয়েছে তাতেও মন উঠিল না; পূর্ব্ব মাঠের খানি জমি কয়েক খানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীনবসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেষনাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এইযে গুরুকাণ্ডি নীলাম্বর আসিতেছেন—আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

(উডের প্রবেশ।)

উড। একথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, সাতজনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব্‌ সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশজন পোদ সুড়কিওয়ালা জোগাড় করে রাখ্‌বে—আমি যাবে, ছোটসাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ী কত্তে পার্‌বেনা, যেমো আছে, কেমন করিয়া দারগার মদৎ আস্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবেনা। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড়দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছনা, বাপের মরাতে রাস্‌কেলের সুখহইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সেভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম করে দিয়াছে। হারাম্‌জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমায় যেসূত্র করিয়াছে যদি নবীনবসের এ বিভ্রাট্‌ না হতো তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষং যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ভেক্‌ কিয়া, নীলকরসাহেবকো

কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমারা মোনাসেক নাঁহোয়্‌ কাম ছোড়্‌ দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাযেই ভয় হয়—সাধেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকী মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আ-পনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দুরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারেনা। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক হারাম বেইমান! মা-হিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ নাকর তবে কি ডেড্‌লিকমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখি প্রজারা কাঁদিতে২ পাদ্‌রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—অ্যারর‍্যান্ট কাউয়ার্ড হেলিশ্‌নেভ।

গোপী। আমরা,হুজুর,কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদরপূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেই রূপে নীলগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুঠির এত দুর্নাম হইতনা, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিতনা, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিতনা।

উড। তুমি গুওটা বুইও, তোমার চক্ষু নাই——

(একজন উমেদারের প্রবেশ।)

আমি এইচক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধা-নের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এবিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাই-য়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ।

কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে একথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ়মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ সাহিত্যজে অনাহারি-প্রজা-রূপ-সুমিত্রানন্দন-নিচয়ের নিপাতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন-মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সবকথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলেনা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলাহইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মা বশতঃ কিম্বা খাতকেরঅসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়াবাকি ক্রমেং উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করেনা, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাতত লোকসান বোধহয় এই জন্য মহাজনেরা কখনং মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কিনা দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোনং অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারা ও কষ্ট পায়, সেইকষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠেযায়, "নীল মামদো হইয়া বায়না (জিবকেটে) ধর্ম্মাবতার, এই নেড়েং হারাম খোর বেটারা বলে।

উড। তোমায় ছাড়স্তো শনি ধরিয়াছে নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কিকারণ, নইলে তুই এত বেয়াদোব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌-চিউয়স্‌ ব্রুট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা কুটিতে ডিস্‌পেনসারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুণ গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। যাকতকে একটা সাহসিকার্য্য করিতে বলি, শালা অমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না লায়েক আছে—নবীন বস্‌কে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হওনা।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বস্‌কে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও ইউব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকাসাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারাম জাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিষ নিগার! (আর দুইপদাঘাত) এই মুখে তোম কাত্তটকা মাফিক কাম্‌ ডেগা—শালা কায়েত—কাল্‌কো কাম্‌ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌ছে জেলমে ভেজ দেগা।

(উড এবং উমেদারের প্রস্থান)

গোপী। (গাত্রঝাড়িতেং উঠিয়া) সাত্‌শত শকুনিমরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ানহয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজমহয় কৈমনকরো! কিপদাঘাতই করিতেছে, বাপ্‌! বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গোঁপরা বাগ।

(নেপথ্যে) দেওয়ান দেওয়ান।

গোপী। বড়া হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"।

(গোপীর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীন মাধবের শয়ন ঘর।

(আদুরী বিছানা করিতে ২ ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পুরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করেও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধরে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচতলায় আঁচড়া পিচড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করে যে মোদের বাড়ী পানে আনলে তা দেখতি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

(মূর্চ্ছাপন্ন নবীন মাধব বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ)

সাধু। (নবীন মাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া)
মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়য়ে দেখতি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন নে পেলয়ে গ্যালেন মোরা ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাচতলায় আঁচড়া পিচড়ি কত্তি নেগলো, মুই নোক ডাকতি বাড়ী আলাম। মরাছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে! তোমরা এটু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

(আদুরীর প্রস্থান)

(পুরোহিতের প্রবেশ।)

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয়না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকে ও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথী তীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এস্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে

বলিয়াছিলেন আর ওদুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "যে কএকদিন এখানে থাকাযায় আমরা কুআরজল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুস্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবেনা,, বড়বাবু বলিলেন "আমি ৫০ টাকা নজরদিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুস্করিণীর পাড়ে নীলকরা রহিত করিব, এবিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না,, এইস্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতেং সাহেবকে বলিলেন "হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এবৎসর এস্থানটায় নীল করবেননা, আর যদি এই ভিক্ষা নাদেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন। নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে,, এবং পায়ের জুতা বড় বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই,,।

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্তদান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্তদিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটা পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাত করিয়া চিত্‌ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটীর জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সুড়কীওয়ালা, বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড় বাবু একবার ডাকাতি মাদা হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড় বাবুকে মারিতে

একটু চক্ষু লজ্জা বোধ করিল, বড় সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুসি-মারিয়া তাহার হাতের লাঠী লইয়া বড় বাবুর মাথায় মারিল, বড় বাবুর মস্তক কাটিয়া গেল, এবং অচেতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড় বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষেরমত দৌড়ে গোল ভেদ করো বড় বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন "তুই এট্টু তফাৎথাক্ জানি কি ধরা পাকড়া করো নে যাবে,, মোর উপর সমিন্দিদের বড় গোষা, মারামারি হবে জানলি মুই কি নুকুয়ে থাকি। এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচয়ে আন্‌তি পাত্তাম, আর দুই সমিন্দির বরকোত্ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড় বাবুর মাতা দেখে মোর হাত্ পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবারবাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পঁহুছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড় বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপমারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধু স্ত্রী ভৃত্য বর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরোজানাতি সারতাং॥,,

বড়বাড়ীর জন প্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বসো রোদন করিতেছে। আহা! গোরিবখেটে খেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে--উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঙ্গী যেমন ক্যাঁচ ম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে ধেইয়ো পালাইয়া ছিল।

তোরাপ। সাবটা যষ্ট পাঁচ্ঠি গুঁজে নেকিচি, বড় বাব বেঁচে উটলি দ্যা-

খাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন (বড় বাবু যদি আপুনি পলাতি পাত্তেন, সমিন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্তাম্, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবেনা ?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুক্য়ে থাকি, নাত করে পেল্য়ে যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্য়ে দেবে।

(নবীন মাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার
সেলাম করিয়া প্রস্থান।)

সাধু। কর্ত্তামহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে ঠাকুরাণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড় বাবুর এদশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহনাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইলনা, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড় বাবু! বড় বাবু! নবীন মাধব! (সজল নয়নে)প্রজা পালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধন বার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীন মাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিবনা উপবাসী থাকিব "। তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিতনা, যদি মরণ কালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতেপারিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল ? এইকারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীরধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখচেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে

চক্ষের জল ফেলনা,, বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

(নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি)

আসিতেছেন।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী সরলতা, আদুরী, রেবতী
নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

ভয় নাই জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎশরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়—উহুহু

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সৈরি। (রোদন করিতেং) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণভরে দর্শনকরি (নবীন মাধবের মুখের নিকট উপবিষ্ট।)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবাকর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

(প্রস্থান)

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাতদিয়া দেখ দেখি, মৃতশরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্তদিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেস বহিতেছে কিন্তু মাথাদিয়ে এমন আগুণ বাহির হতেচে যে আমার গলাপুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আনতে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

(প্রস্থান)

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না

সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলেনা। (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভি সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যে রূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়নমেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে বাক্যবল্যে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে (রোদন করিতে২ নবীন মাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে করো ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ি যান, পতিশোকে সেই খানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়া ছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর করো তুলেন ও গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়ে ছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামি-হীন হইলে আমি আবার পিতামাতা বিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব। (ভূতলে পতন)

খুড়ি। (হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি! উতলা হও কেন, মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তর আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তর আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজোঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম; আলপানায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, যেমন রামের মত পতি পাই কৌশল্যার মত শাশুড়ি পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, সেজোঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী; অবিরল অমৃত-মুখী

বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণ-লোচন এক নয়নম য়ং নাতাঃ য়ং নাজ ইন্দ্রেই চরিতার্থ, দশদিক্ আলোকরা শ্বশুর; শারদ কৌমুদী বিনিন্দিত বিমল বিষ্ণুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষণদেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে কেবল একটী ঘটনায় অমিল দেখিতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি—রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতাঁর পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালাহতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাতদিয়া স্বামির শুষ্কমুখে একটু গঙ্গাজল দি।

(মুখের উপর মুখদিয়া অবস্থিতি)

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না। (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাক্তো তবে একথা শুনে বুকফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা স্বামী আমার ইহলোকে বড়ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পর-লোকে পরমসুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাব-জ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি একি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ-বান্ধব বন্ধু বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব।

নীলাম্বরে হয় নাশ নবীনমাধব ॥
কোথা বাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায় ॥
(নবীনের বক্ষে হস্তদিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)
পরিহরি পরিজন পরমেশ পায়।
লয় পতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায় ॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন ॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন. কিন্তু আমারপ্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখনত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা, ঠাকুরুণ সরলতাকে এমি ভাল বাসেন যে, এ অজ্ঞান বশতঃ একটু রুক্ষ চক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপা ফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন---দিদি কেঁদোনা, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আ-রার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লির মেয়ে বল্‌বেন।

(সাবিত্রী গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে
উপবিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া
নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে২)

সাবি। প্রসব বেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে, অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি মুখদেখে সব দুঃখগেল (রোদন করিতে২) আরেদুঃখ বিবি যদি যমকে চিটিদেখে কর্ত্তারে না মার্‌তো তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন (হাত তালি)।

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ--ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কর্ত্তার নাম করে খোকার মুখে একবার চুমো খাই। (নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরি। মা আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখ্‌তে পাচ্চনা—তোমার

প্রাণের ন্যায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্চোন না

সাবি। ভাতের সময় কথা কুটে আছো; হা! কর্ত্তা থাকলে আজ কত আনন্দ, কত বাজনা বাজতো (ক্রন্দন)

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন?

সর। দিদি জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রুষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে, এমন আহ্লাদের দিন বাজনা

(হলোনা চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া)

তোমার পায় পড়ি বিবি ঠাকুরুণ আর একখান চিটিলিখে যমের বাড়ি থেকে কর্ত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তানইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মাগো তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এখন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম (দুইহস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা তোমার এদশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নি বৃষ্টিহইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজিবিটি, মেলেচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি (হস্ত ছাড়ায়ন)।

সর। মাগো আমি তোমার মুখে একথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিনে (সবিত্রীর পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন) মা আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণ ত্যাগ করিব।

(ক্রন্দন)

সাবি। খুবহয়েচে, সত্তানি বিটি মরে গিয়েছে, কর্ত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন তুই আবাগী নরকে যাবি (হাস্য করিতেং করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ির সাত আদরের বউ, জননীর মুখেখুবচন শুনে

অতিশয় কাতর হয়েচে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাই বউ ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমিযাই (দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বলো থাক ছটবউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেবয়ে ভুমিযে খাওনা, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বলো গাল দিলে। হ্যাগা মা তুমি মোর কথা শোন্‌চোনা—মোরা যে তোমাগরি খায়ে মানুষ, কওযে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আট্‌কৌড়েরদিন আসিস্‌ তোরে জলপান্‌ দেব

খুড়ি। বড়দিদি, নবীন তোমায় বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইওনা

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ওনামতো আরকেউ জানেনা, আমার শ্বশুর বল্যে ছিলেন, বউমার ছেলেহোলে "নবীন মাধব,, নাম রাখ্‌বো, আমি খোকা পেয়েচি ঐ নাম রাখ্‌বো, কত্তা বল্‌তেন কবে খোকা হবে "নবীনমাধব,, বল্যে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন আজ্‌ সে সাধ্‌ পুর্‌তো।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজ্‌না এয়েচে (হাততালি)

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ওঘরে যাও।

(কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ)

(সরলতা রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের
প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সাধু। এই যে মা ঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বলো কি তোমরা আ- মার এমন দিনে ঢোল্‌ বাড়ি রেখে এলে।

আদুরি। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ মরা বড় হালদারেরে বল্‌চেন্‌ "মোর"কচিছেলে,, আর ছোট হালদার্‌নিরি ঝিঝি বলো কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্‌নি কেঁদে কাটি নেগলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সন্তাপ এবং নিদান সম্ভূত। নাড়ীর গতিক টা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরুণহস্ত-দেন (হাতবাড়াইয়া)

সাবি। তুই আঁটকুড়ির ব্যাটা কুটির নোক, তা নইলে ভাল মানসের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন, (গাত্রোত্থান করিয়া) দাই বউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জলখেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ি দেব।

(প্রস্থান)

কবি। আহা! জ্ঞান প্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিম সাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা একণকার বিধি। (নবীনের হস্ত-ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তর ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; যায় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।—

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

(চারজন জ্ঞাতির প্রবেশ)

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহবা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুইশত রাইয়তে লাঠী হস্তে করিয়া মারং করিতেছে, এবং "হা বড় বাবু! হা বড় বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহার দিগের স্বহ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের ভাঙ্গায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। বস্তকটী ধৌত করিয়া আপাততঃ টারপিন্ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

(কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতি গণের এক দিকে, এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন। যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের ঘর।

(ক্ষেত্রমণির শয্যা কন্টকি একদিকে সাধুচরণ, অপরদিকে রেবতী উপবিষ্ট)

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও, মা, বিছেনা ঝেড়েদে।

রেবতী। জাদুমোর, সোণার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়ো দিইচি মা, বিছানায় তো কিছুনেইরে মা, মোদের কাঁতার্ ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাইতো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মারে মলামরে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তেং ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যা কন্টকি, মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে) জননী আমার, দরিদ্রের রতন মণি, মা, কিছুখাওনা মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচিমা, তোমার যে চুমুরি শাড়িতে বড় সাধ্ মা, তাওতো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমিতো আহ্লাদ করিলেনা মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন সেমোন্‌তোনের সবে মোরে সাঁক্‌তির মালাদিতি হবে—আহা হা! মার মোর কিরূপ কিহয়েছে, কর্‌বোকি, বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখদিয়া অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লা পানা হয়ে গিয়েচে, দেখ দেখ মার

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি, তাকিয়ে চেয়ে দেখ্ মা মা

ক্ষেত্র। খোঁতা, কুড়ুল, মা! বাবা! অঁা! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, বারবাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্‌নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন্ পোড়া কপাল্ করেলাম্, আহাহা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ্ ভোল্‌বো ক্যামন করে, বাপো! বাপো! বাপো।

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এলনা।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাঘের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিল ও মেরিলি, বাছার পেট্ খসে গেল, তারপর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউত্র হয়েলো, রক্তোরদলা, তবু সব গড়ন্ দেখাদিয়েলো, আঙ্গুল গুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্তরে খালে, বড়সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙালেরে কেউ রক্ষে করেনা।

সাধু। এমন্ কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রেরমুখ্ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটেগেল—মাগো—টাংরামাচ্ হু—হু—হু—

রেবতী। নদীর আত্ বুঝিপোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলেযায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বলে ডাক্‌বে কেডা, ইকড়ি নিয়ে এইলে

(সাধুর গলাধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু। চুপ্ কর্, এখন কাঁদিস্‌নে, টাল্ যাবে।

(রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ)

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্ব লক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা জিভ্ তি লেগেছে, এতপুরু করে বিছানা করে দেলা]

ম তবু মা মোর ছট্‌ফট্‌ কচ্চেন—আর একটু ভাল অযুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায়না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ীক্ষীণ থাকা মঙ্গললক্ষণ্‌ "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সানাড়ী প্রাণঘাতিকা,,।

সাধু! ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থাথাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকা ভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাই চরণ, ওঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

(রাইচরণের প্রস্থান)

রেবতী। আহা! অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন, তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে করো মোর ক্ষেত্রমণিরি দেক্‌তি আস্‌বেন, মোর কপাল, হত্তিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। এইক পতি শোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ: ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধহয় কর্ত্রীঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড় [illegible]কে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধহয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড় বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফলকি? চৈতন বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অসময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদরি কাঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্যকরিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুশিক্ষিত একমাত্র পুত্রকে বধকরিয়া, সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা

গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধন সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধকরিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি. কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্যকরিতে পারিনা।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণ ত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়ান্বুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এঅবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তর বাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তরবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দু বাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দু বাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভবনাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারিনা, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবেনা,, দুঃশাসন ডাক্তর হলো কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্মুখো তেমনি [illegible] পিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তর বাবুকে সঙ্গে করে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেননা। আমার নীলকরঅত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম করে ডাক্তর বাবু আমারে দুইটাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তর হলে হাত্ নাড়ো বল্‌তো বাঁচ্‌বেনা, আর তোমার গোরুবেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সমস্ত বেচে টাকা দিতি পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ

(চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

কবি। চাল গুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

(রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ)

জল অধিক দিওনা—এবাটিটীতো অতি পরিপাটী দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উ-টেচেন, গাল চেপ্ড়ে মরেন বলো হাতদুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু খল আনয়ন কর আমি ঔষধ বাহির করি।

(ঔষধের ডিপা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি; রাইচরণ এদিকে আয়।

রেবতী। ওমা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারানের রূপ্ ভোল্বো কেমন করো, বাপো, বাপো,—ওক্ষেত্র, ওক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি, মা— আর কি কথা কবানা, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো (ক্রন্দন)

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্ ধর্।

(সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন)

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্য়ে দিতি পারবোনা মারে, মুই কনে যাবরে- সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মারে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম্ মারে, হো, হো, হো,।

(পাছা চাপড়াইতে ২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন)

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলক বসুর বাটির দরদালান।

(নবীন মাধবের মৃতশরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা)

সাবি। আয়রে আমার জাদুমণির ঘুম্ আয়্— গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ্ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনেপড়ে (মুখ চুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়েকরেচে কি?— গর্‌মি হয় বলো কি করবো, আর মশারি না খাট্যেয়ো শোবনা। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মর্যে যাই মার প্রাণে কি সয়, ছার পোকায় এম্‌নি কাম্‌ড়েচে, বাছার কচি গাদিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ কর্যে দেয়না; গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্যে। আমার কি আর কেউ আছে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্যে কাঁদিতেছি, হা পোড়া কপালি! (নবীনের মুখাবলোকন কর্যে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে আমি সব্ দুঃখ ভুলে গিয়েচি্ আমি কাঁদিতেছিনা (মুখে-স্তনদিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার মাইখাও— গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম তবু কর্ত্তারে একবার এনেদিলেনা, গোপালের দুদ যোগান কর্যে দিয়ে আবার যেতেন; বিবির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যম রাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তের রুদ্রু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয়না— চীৎকার কর্যে কাঁদিতে লাগ্‌লাম তবু আমারে শাঁকা পর্যেয়া দিলে — প্রদীপে পুড়য়ে ফেলিচি তবু আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রুদ্রু ছেদন) বিধবা হয়্যে গহনা পরা সাজেওনা সয়ও-না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাঁকাপরা যে ঘুচ্যেচে তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনেং শয্যা পাতন) মাদুরটা কাচা হয়নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাইনে— কাঁতা খানা ময়লা হয়েচে, (হস্তদিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তেং নবীনের মৃত-

শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা্ সচ্ছন্দে শুয়ে থাক, থুথ্কুড়ি দিয়ে যাই (বুবে্ থুথু দেওন) বিবি বিটি আ্জ যদি আসে্ আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্বো—বাছারে চোক ছাড়া ক্র‍্বোনা আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গুলিদ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ্ দিতে২ মন্ত্র পঠন।)

সাপের ফেনা বাঘের নাক্।
ধুনোর আগুন চড়োক্ পাক্॥
সাত সতিনের সাদা চুল্।
ভাঁটির পাতা ধুঁত্রো ফুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হয়ে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি॥

(সরলতার প্রবেশ)

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা ! মৃতশরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধকরি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্ত বশতঃ ভূমিতে পতিতহইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্নহইয়াছেন। নিদ্রে ! তোমার কি লোকাতীত মহিমা ! তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসিদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয়না ; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ , নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে২ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখ লাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মাগো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম ?

তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ীহইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি. তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশ-মণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণেং ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্কর নিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে?

(মৃতশরীরের নিকট গমন)

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি. গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব্ টেনে বার্ কর্ বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ির এমন্ সুবর্ণষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাভারখাগি। তোর মরণ ঘুন্য়্যে এয়েচে দেখ্চি।

(কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন)

সর। আহা! কৃতান্তের করালকর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ির মনে তুমি এমন দুঃখদিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্চিস্, আবার ডাক্চিস্ (দুইহস্তে সরলতার গলাটিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বটি, যমসোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কুত্তারে খেয়েচ, আবার

আমার দুধের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর মর্‌ মর্‌ মর (গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা।

(সরলতার মৃত্যু)

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন—ওমা, ওকি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন (রোদনান্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্‌ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচিছেলে খাবার জন্যে যম্‌কে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হেমাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তন পানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধকরিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা তোমার জ্ঞান দীপের কি আর উন্মেষ হইবে না—আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা, মৃত পতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলে?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে—জননি পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি! নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোটবউ মাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলিচি, (সরলতার

মৃতশরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্র বিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে। আমার বুকফেটে গেল---হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্তদিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল! মা-তার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননি আর ক্রোড়ে লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মাবলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি! (চরণেরধূলি মস্তকে দেওন) জন্মেরমত জননীর চরণ রেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি।

(চরেণর ধূলি ভক্ষণ)

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। ঠাকুর পো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিওনা! সরলতার কাছে বিপিন আমার পরমসুখে থাক্‌বে—একি! একি! শাশুড়ি বয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড়বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনি ও সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

সৈরি। এখন? কেমন্ করে? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার যে বড় সাধের চুলেরদড়ি, তুমি যে আজো খোঁপায় দেউনি,! আহা! আহা! আর তুমি দিদিবল্যে ডাক্‌বেনা। (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমিগেলে আমায় যেতে দিলেনা।, ও মা তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিন ও মনে করিনি।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদু। বিপীন ডরয়ো উটচে, বড়হাল্‌দার্নি তুমিশীগ্‌গির এস।

সৈরি। তুই সেইথ নহতে ডাক্‌তে পারিস্‌নি, একারেথে এইচিস্‌।

(আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান)

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুব নক্ষত্র! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীনদূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনবপল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদূর্ব্বাদল লোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গম দলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখাস্বরূপ চিড় দর্শন, অচিরাৎ শোভাসহকূল ভগ্ন হইয়া গভীরনীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতি পুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস মুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥

রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা ॥
সুধাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর ছটি নাই ॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার ॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না ॥
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম করেধরে ॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ সঙ্গীত ॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করে। ছিল মম দেহ সরোবর ॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভা হীন সরোবর অন্ধকার ময় ॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার ॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবী যাত্রার আয়োজন করাযায়—আহা! পুরুষ সিংহ নবীনমাধবের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন।
যবনিকা পতন।)

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি
গাঁ্যাতি	গাঁতি	১	১৪
গাঁ্যা	গাঁ।	১	১৫
কহিলেম	কহিলেন	২	২২
চাকরি	চাকরি	৩	১৩
ডাক্‌তি	দেখ্‌তি	৪	১৪
থ্যাতি	খাতি	ঐ	২৩
ফেলা	ফেনা	৫	২
ঘোম	ঘোষ	১০	২৬
ঘড়ে	ঘরে	১৩	২২
সারি	সাবি	১৬	২৩
সাঁজ	সাঁজিজ্বলবে	১৮	২৬
আন্থরা	অন্যেরা	২১	২৫
হালম	হলাম	২২	২৩
জমিতে	জনিতে	২৩	৬
মোগার গোমার মাবরে	গোমার মাবরে, মোগার	২২	২৩
ভাড়া	ভাড়া	২৩	২
বাপির	ব পেরে	ঐ	২
সাহেবেরা আপনারা	সাহেবেরা	ঐ	১৭
[illegible]য়েতে	ভায়েতে	২৪	১৮
[illegible]পাত	আপাতত:	২৬	১৯
[illegible]	থাতকে	ঐ	২১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি
দাঁড়াইরা	দাঁড়াইয়া	৭০	৪
সজন	সজল	৭১	১৫
বার্ত্তা	বার্ত্তা	ঐ	১৬
স্যাধ্যা	সাধ্বী	৭২	১২
নয়ো	নয়ে	৭৩	১৬
যেমন	যেন	ঐ	২৪
এখন	এমন	৭৬	১৪
ভোমাগরে	ভোমাগারি	৭৭	৭
আরে	মারে	৭৯	১৬
বুবে	বুকে	৮৫	৭
চণের	চরণের	৮৮	৮